২১/৫/২০০৭

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৫...

সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে ভোলার একটি স্কুল ১৪ দিন ধরে বন্ধ

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলায় এক ইউপি চেয়ারম্যানের ভয়ে সুইংগারহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৪ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। স্কুলে হামলা ও ছাত্র-শিক্ষককে মারধরের প্রতিবাদে তারা ক্লাস বর্জন করে চলেছে। পুনরায় হামলা হতে পারে এ ভয়েও শিক্ষকরা আতংকিত।

মঙ্গলবার সরেজমিনে গিয়ে শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবকদের তথ্য অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল ব্যক্তিগত জমিজমার বিরোধের রেশ ধরে শিক্ষক মহিউদ্দিনকে স্কুলে আসার পথে ইউনিয়ন পরিষদের সামনে, সন্ত্রাসী তোফাজ্জলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মারধর করে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে শিক্ষক মহিউদ্দিনকে উদ্ধার করে। এরপর তোফাজ্জল গ্রুপ স্থানীয় সন্ত্রাসী ও রিকশাচালকদের নিয়ে পুনরায় স্কুলে হামলা চালায়। এ সময় এরা স্কুল কক্ষ ভাংচুরসহ শিক্ষকদেরও মারধর করে।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, উত্তর দিঘলদী ইউপি চেয়ারম্যান লিয়াকত হোসেন ও তার ভাই ইকবাল স্কুল হামলায় সরাসরি নেতৃত্ব দেন। চেয়ারম্যান দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। হামলাকারীরা স্কুলের কক্ষগুলোতে তালাও ঝুলিয়ে দেয়।

ঘটনায় চেয়ারম্যান লিয়াকত হোসেন জানান, তার ইউনিয়ন পরিষদে ছাত্ররা হামলা করে এবং মীমাংসা করার জন্য তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন।

পরে এ ঘটনায় সদর ইউএনও নাভাস মণ্ডল ২৯ এপ্রিল স্কুলের তালা খুলে দিতে চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ক্লাস শুরু করতেও প্রধান শিক্ষককে বলেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত শিক্ষক-ছাত্ররা মেনে নেয়নি। তারা দোষীদের বিচারের দাবি তুলে ক্লাস বর্জন করে চলেছে।

গতকাল অভিভাবকদের এক সমাবেশে ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বশির, ইকবাল, ইসমাইল, ছাত্রী ডালিয়া জানায়, তাদের ওই দিন মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়েছিল।